তারিখ ··28 FEB 2016·· ···
পৃষ্ঠা ··১২··· কলাম···· ১ ······

আমাদের সময়

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতে বিশাল ব্যবধান

এম এইচ রবিন ❋

প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫-এর ছড়াছড়ি ও শিক্ষার্থীদের গড় পাসের হার আকাশচুম্বী হলেও প্রশ্ন উঠছে শিক্ষার মান নিয়ে। আর এ প্রশ্ন উঠলেই প্রথমে চলে আসে দক্ষ-প্রশিক্ষিত শিক্ষকের বিষয়টি। তবে হতাশাব্যঞ্জক বিষয় হলো, সরকারি এক পরিসংখ্যান মতেই দেশে মাধ্যমিক স্তরে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা তো বাড়ছেই না, উল্টো দিন-দিন কমছে। এদিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতও কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ডে নেই। অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সাফল্য আসছে।

বাড়ছে না প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা

সম্প্রতি 'বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৫' প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করেছে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)। ২০১৫ সালে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চালানো জরিপের ভিত্তিতে এ খসড়া চূড়ান্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন ব্যানবেইসের পরিচালক মো. ফসিউল্লাহ। তিনি বলেন, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ব্যানবেইস সম্মেলন কক্ষে 'বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৫'-এর প্রতিবেদন চূড়ান্ত করতে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খসড়া পরিসংখ্যানের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাধ্যমিক স্তরে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিশ্চিতে পিছিয়ে পড়ছে দেশ। ২০১১ সালে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার ৭৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ থাকলেও ২০১৫ সালে তা ৬৫ দশমিক ১৬ শতাংশে নেমে এসেছে। অবশ্য ২০১৪ সালে এ হার ছিল ৬২ দশমিক ৩২ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত শিক্ষক ২০১০ সালে ৬৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ২০১২ সালে ৭২ দশমিক ৭০ শতাংশ ও ২০১৩ সালে ৭৩ দশমিক ৮০ শতাংশ ছিল।

এদিকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ৩০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক নিশ্চিতের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও সরকারি কলেজে একজন শিক্ষকের বিপরীতে ছাত্র আছে ১০৫ জন, অর্থাৎ অনুপাত ১:১০৫। জানা গেছে,

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৭

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সরকারি কলেজগুলোতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের এ বৈষম্য সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে ৩০২টি সরকারি কলেজে শিক্ষার্থী আছে ১৩ লাখ ৫৬ হাজার ৯৬২ জন এবং শিক্ষক ১২ হাজার ৯২৬ জন।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতের কাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে। শিক্ষকের চেয়ে আমাদের ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশি। আমাদের শিক্ষক বাড়াতে হবে, ক্লাসরুম বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের ডেডিকেশন (ত্যাগ) বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে। তবে আমাদের বড় কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করা। এরপর অন্যান্য কাজ হবে। এ পরিসংখ্যানের খসড়াটি এখনো আমরা গ্রহণ করিনি। একটি কর্মশালায় মতামতের ভিত্তিতে খসড়ার আরও পরিমার্জন হবে। বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্যগুলো পুরোপুরি সঠিক করার জন্য তাদের বলা হয়েছে।

খসড়া পরিসংখ্যানে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সুবিধা, বিদ্যুৎ সংযোগ ও মাল্টিমিডিয়া সুবিধা ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র উঠে এসেছে। ২০১০ সালে ৫৯ দশমিক ২১ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার থাকলেও ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেখানে ৮২ দশমিক ২১ শতাংশ বিদ্যালয়ে এ সুবিধা রয়েছে। জানা গেছে, ২০১১ সালে ৬৫ দশমিক শূন্য ৬, ২০১২ সালে ৭০ দশমিক ৩, ২০১৩ সালে ৭৮ দশমিক ৭৭ ও ২০১৪ সালে ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সুবিধা ছিল।

পরিসংখ্যান মতে প্রাথমিকে সাড়ে ১৩ হাজার প্রতিষ্ঠান বাড়লেও গত বছর প্রায় ৫ লাখ শিক্ষার্থী কমেছে। এতে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে এ স্তরে মোট শিক্ষার্থী ছিল এক কোটি ৯৫ লাখ ৫২ হাজার ৯৭৯ জন, ২০১৫ সালে তা কমে হয়েছে এক কোটি ৯০ লাখ ৬৭ হাজার ৭৬১ জন। কমেছে ৪ লাখ ৮৫ হাজার ২১৮ জন। যদিও ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে প্রাথমিক স্তরে ১৩ হাজার ৬৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে। 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০'-এ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ ধরে তা ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-শিক্ষকের ব্যবধান তো কমছেই না বরং বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত ২০১১ সালে ১:৩০, ২০১২ সালে ১:৩৬, ২০১৩ সালে ১:৩৭ ও ২০১৪ সালে ১:৩৯ ছিল।

বাড়ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ১৯৮২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির একটি তালিকা রয়েছে খসড়া পরিসংখ্যানে। বলা হয়েছে, এ সময়ে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। ১৯৮২ সালে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ৯৩টি, যা ২০১৫ সালে এসে দাঁড়ায় ৪ হাজার ২২৭টিতে। একই সময়সীমায় মাধ্যমিক স্কুল ৮ হাজার ৯৬০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৯ হাজার ৭২৬টি এবং কলেজ ৫০৯টি থেকে বেড়ে ৪ হাজার ১১৩টি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সাতটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৮টি। এছাড়া দেশে এখন ৯১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে।